প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 04 ● Bardhaman ● 30 July 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ‘‘বাংলা থেকে পদ্ম ফুল উপড়ে ফেলতে হবে’’, একুশের সভা মঞ্চ থেকে হুঙ্কার দিলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

● পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মসাগ্রামে বিনয় মালের বাড়ি থেকে সুনীল ধোলের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ ফুট মাটির রাস্তার বেহাল দশা।বর্ষাকালে রাস্তা জলে ডুবে থাকে। চরম ভোগান্তির শিকার এলাকার মানুষজন।

● ‘‘ধনেখালির বিজেপি নেতারা তাদের বাবা মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট দিতে পারবে তো,’’ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● মালদার তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার মার্ডার কেসে বাবলু যাদব নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ।

● ‘‘ধনেখালির একজনও পরিযায়ী শ্রমিকের ওপর যদি হাত পড়ে,আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না’’, বিজেপিকে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ধনেখালির কনুইবাঁকা সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● ছাব্বিশের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা থেকে পুরোনো তৃণমূল নেতৃত্বদের যোগ্য সম্মান দেওয়ার দাবিতে সরব হলেন জামালপুরের তৃণমূল নেতা গৌর মন্ডল।

● ‘‘মার্কসবাদী তৃণমূলের দাপটে কোনঠাসা পুরোনো তৃণমূল’’, জামালপুরের বর্তমান ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন জামালপুরের তৃণমূল নেতা প্রেমনাথ ঘোষাল।

● ‘‘বর্তমান নেতৃত্বকে সামনে রেখে নিরপেক্ষভাবে ভোট হলে জামালপুরে তৃণমূলের জেতা অসম্ভব’’, ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় জামালপুর ব্লকের বর্তমান তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জামালপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা প্রদীপ পাল।

● ক্লাসে শিক্ষকের মারে অজ্ঞান অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ! ছাত্রকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যান শিক্ষক,অভিযোগ।ভর্তি

(এরপর চারের পাতায়)

হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার বাংলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক !

নিজস্ব সংবাদদাতা - হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার

বাংলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। গ্রেফতার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে সেখানকার পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ। মন্ত্রীর গড়ে এই খবর আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ল পরিবারের লোকেরা। পাশে দাড়ালো গোটা গ্রাম। শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি পরিবারের। কান্নায় ভেঙে পড়েছে বৃদ্ধ বাবা মায়েরা। এলাকায় কাজ নেই বাইরে কাজ না করলে খাবে কি ? প্রশ্ন এলাকার মানুষের। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর। ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় মালদার সাত পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার নিয়ে শুরু হয়েছে

(এরপর চারের পাতায়)

ভাষা আন্দোলনের নাটক করছেন মমতা ব্যানার্জি,কটাক্ষ সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন- বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি,অর্থনীতি সবকিছু তছনছ করে মমতা ব্যানার্জি এখন ভাষা আন্দোলনের নাটক করছেন বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণ ইস্যুতে বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলকেও দায়ী করেছেন তিনি।একাধিক ইস্যুতে মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে সমাজ মাধ্যমে মহম্মদ সেলিম লিখেছেন, ‘‘বাংলাভাষীদের ওপরে আরএসএস-বিজেপি’র আক্রমণের জন্য তৃণমূলও দায়ী। বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে চালানোর আরএসএস’র তত্ত্বে মমতা ব্যানার্জিই

আউড়েছিলেন।

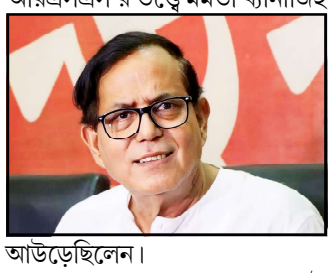

১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবি করতে উনি কেন মহাকরণে গিয়েছিলেন ? আজকে মোদী সরকারের ওয়াকফ আইন

(এরপর চারের পাতায়)

প্রশাসনের উদ্যোগে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার সংখ্যালঘু কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও পূর্ব বর্ধমান জেলার ৪২ টি মাদ্রাসার অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৮০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম।বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার,পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েষা রানী এ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ অন্যান্য অন্যান্য বিশিষ্ট আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকগণ। সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতে আইপিএস,আইএএস, ডব্লিউবিসিএস

সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা শাসকের এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

বিজেপির নেতাদের ঘেরাও করার নিদান দিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি !

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিজেপি নেতারা এলাকায় এলে ব্যবস্থা নিন।আটকে

দিন,ঘেরাও করে রাখুন। হরিয়ানাতে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে এমনই নিদান দিলেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার।তার এই নিদানকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙাইপুর ঠাকুরটোলা এলাকার সাতজন পরিযায়ী শ্রমিক হরিয়ানার

(এরপর চারের পাতায়)

প্রয়াত আজিজুল হক

নিজস্ব সংবাদদাতা - চলে গেলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নকশাল আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা আজিজুল হক।সোমবার ২১ জুলাই দুপুরে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মঙ্গলবার প্রথমে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজের সামনে রাখা হয় নকশাল নেতা,লেখক,তাত্ত্বিক আজিজুল হকের দেহ।সেখানে তাঁর শেষ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা রবীন দেব,সিপিআই (এমএল) লিবারেশন নেতা কার্তিক পাল সহ

অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর অসংখ্য অনুরাগী এবং

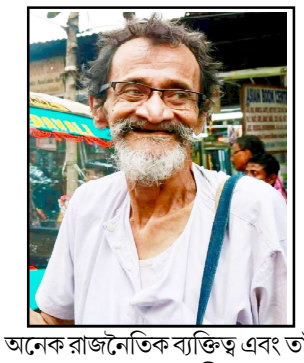

(এরপর চারের পাতায়)

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হাতে নিয়ে সোমবার বোলপুরে মিছিল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 04 ● 30 July, 2025

মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন

দিকে দিকে শুরু হয়েছে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন।ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ রেখে হচ্ছে প্রতীকী ধর্মঘট।চাষীদের সঙ্গে মজুরি নিয়ে লেবারদের চলছে দরকষাকষি। ক্ষেতমজুররা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করছেন ভালো কথা,কিন্তু কাজটাও তো ৮ ঘন্টা করতে হবে। বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির বাজারে মজুরি বৃদ্ধি দরকার আছে কিন্তু চাষীদের কথাও তো ভাবতে হবে।আপনি সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী খোরাকি ছাড়া ৩৩০ টাকা এবং খোরাকি সহ ৩০৭ টাকা দাবি করছেন,অথচ সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী ৮ ঘন্টা কাজ তো করছেন না ! সকাল ৮ টায় কাজে লেগে চোদ্দ বার ঘড়ি দেখছেন,কখন ১২ টা বাজে ! কিংবা কখন আজান দেয়।তাহলেই ছুটি ! এটা তো ঠিক নয়।আপনি যেমন সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির দাবি করছেন সেরকম কাজটাও আপনাকে ৮ ঘন্টা করতে হবে।মনে রাখবেন, চাষী বাঁচলে আপনারাও বাঁচবেন। তাই চাষীকে মেরে একতরফা ভাবে লাভবান হবার কথা ভাববেন না। চাষীকে বাঁচিয়ে কাজ করুন।মজুরি বৃদ্ধির দাবির পাশাপাশি চাষীর ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতেও সরব হন।চাষী আর ক্ষেতমজুর একে অপরের পরিপূরক,এটা ভুললে চলবে না।

ভোটার লিস্ট আতঙ্ক !

ভুয়ো ভোটার ধরতে দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধন। ইতিমধ্যেই বিহারে শুরু হয়ে গেছে এসআইআর।আগষ্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হবে এসআইআর অর্থাৎ ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধন।আর এই এসআইআর নিয়েই শুরু হয়েছে দেশজুড়ে বিতর্ক।একদম গেল গেল রব।আচ্ছা,ভোটার লিস্টের সংশোধনের কাজ তো একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাহলে এটা নিয়ে এত হৈচৈ হচ্ছে কেন ? জল আর দুধ তো আলাদা হওয়া দরকার।তবে,হ্যাঁ, লক্ষ্য রাখতে হবে ভুয়ো ভোটার ধরতে গিয়ে যাতে কোনো বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়।অযথা কেউ যেন হেনস্থার শিকার না হন।নির্বাচন কমিশনকেও যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। শুধু শাসক দল নয়,বিরোধীদের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধন কাজ শুরু করার পূর্বে জনগণের সুবিধার্থে পুরো বিষয়টা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট করুক নির্বাচন কমিশন।গুঞ্জন বন্ধ করতে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন জানাক কোন্ কোন্ ডকুমেন্ট থাকা জরুরি।আধার, ভোটার,রেশন কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসেবে আদৌ দেওয়া যাবে কি না ? অযথা কেউ চিন্তিত হবেন না। কোনো বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেউ বাদ দিতে পারবে না,কারণ ডকুমেন্ট আপনার কাছে না থাকলেও সরকারের কাছে আছে। জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাদের নাম ছিল তাদের আর নতুন করে অন্য কোনো ডকুমেন্ট না দিলেও চলবে,ঐ ভোটার লিস্টের যে পাতায় আপনার নাম আছে সেই পাতাটার জেরক্স দিলেই চলবে।২০০২ সালের ভোটার লিস্ট নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিয়েছে।সেখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন আপনার কিংবা আপনার বাবা মায়ের নাম,ভোটার লিস্টটা ডাউনলোড করে ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে চিন্তা করছেন কেন ? তাছাড়া, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে কার নাম ছিল,আর কার নাম ছিল না সেটা তো নির্বাচন কমিশন ইচ্ছে করলেই দেখে নিতে পারে।জমির রেকর্ড, পরচা সবই সরকারের কাছে আছে। চাইলে ব্রিটিশ আমলের কাগজও পাবেন।তাহলে চিন্তা করছেন কেন ? এসব নিয়ে আপনি যত ভয় পাবেন, আপনার ভয়কে কাজে লাগিয়ে রাজনীতির কারবারিরা তত ফায়দা তোলার চেষ্টা করবে।আইনের ওপর ভরসা রাখুন।চিন্তা না করে ভাবুন, আপনাদের নিয়ে কারা রাজনীতি করছে। মুখে আপনার জন্য কত দরদ, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন কোথায় ? একটা ডিলে বার্থ সার্টিফিকেট তুলতে গেলে পায়ের জুতো ক্ষয়ে যাচ্ছে।সেদিকে কারো নজর নেই, নজর শুধু ভোটে।সবটাই ভোটের রাজনীতি !

সরকারি কাজে অস্বচ্ছতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - কানানদীতে কাজ হচ্ছে,কিন্তু কি কাজ হচ্ছে কেউ জানে না ! কাজের জায়গায় নেই কোনো কাজের খতিয়ান সহ ডিসপ্লে বোর্ড।কয়েক মাস আগে কানানদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ হল, এখন আবার এই বর্ষায় নদীতে কোথাও ঢালাই হচ্ছে, কোথাও পাথর বসছে।সবই হঠাৎ হঠাৎ ! মথুরাপুর,শিপতাই,গোহালদহ, নারায়নপুর কোনো জায়গাতেই নেই ডিসপ্লে বোর্ড। প্রশ্ন করা তো দূরের কথা,মানুষ জানতেই পারছে না নদীটাকে নিয়ে আসলে কি করতে চাইছে।কাজটা ডিভিসি কর্তৃপক্ষ করছে না সেচ দপ্তর করছে তাও ধোঁয়াশা।সরকারি কাজে এত অস্বচ্ছতা কেন ? জনগণের কি জানার অধিকার নেই কি কাজ হচ্ছে, কত টাকা বরাদ্দ,কারা কাজটা করছে ? সরকারি কাজে এত লুকোছাপা কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

নিয়োগ দুর্নীতি ও ডিএ বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা - চাকরি ও মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী ও সরকারি কর্মচারীরা।সোমবার দুপুরে হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে তচলো নবান্নদ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনটি সংগঠনের সদস্যরা, বঞ্চিত নিয়োগপ্রাপ্তদের দাবি মঞ্চ,'চাকরি প্রার্থী ও বেকার ঐক্য মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ। প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও তাঁদের পদযাত্রা থামেনি। পুলিশ প্রশাসনের তরফে নির্ধারিত রুট বন্ধ করে দেওয়া হলে মিছিল টিকিয়াপাড়ার কাছে ব্যারিকেডে আটকে যায়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা স্লোগান দিতে থাকেন এবং ছাতা ছাড়াই মেঘলা আকাশের নীচে প্রতিবাদ চালিয়ে যান।মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিক্ষাবিদ পদ্মশ্রী কাজী মাসুম আক্তার,পিইউসিএল-এর অ্যাডভোকেট অম্লান ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী ও লেখক শুভজিৎ দত্তগুপ্ত এবং ছাত্রনেতা আদিত্য দত্ত। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ,একদিকে যেখানে শিক্ষক ও গ্রুপ-সি/ডি নিয়োগে বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে,অন্যদিকে বহু পরীক্ষার্থী চাকরি না পেয়ে পথে বসেছেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাও ডিএ-র ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত, যা আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রদান করা হচ্ছে না।আন্দোলনকারীদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে,চাকরি বাতিল হওয়া যোগ্য প্রার্থীদের পুনর্বহাল করতে হবে,আদালতের নির্দেশ অনুসারে বঞ্চিতদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে স্থায়ীকরণ করতে হবে। পদ্মশ্রী মাসুম আক্তার জানান, ''এই প্রতিবাদ নতুন কিছু নয়, বরং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখার প্রতীক।'' শুভজিৎ দত্তগুপ্ত বলেন, ''সত্যের পক্ষে রাস্তায় নামা নাগরিক দায়িত্ব। এই মঞ্চ সেই দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখেই চলছে।'' অ্যাডভোকেট অম্লান ভট্টাচার্য বলেন, ''সরকার ব্যর্থ, তাই শান্তিপূর্ণ মিছিলেও পুলিশি বাধা দিচ্ছে।'' ছাত্রনেতা আদিত্য দত্ত বলেন, তআজকের প্রতিবাদ ভবিষ্যতের বৃহৎ আন্দোলনের সূচনা।দআয়োজক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, এই কর্মসূচির মাধ্যমেই রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হল।

জলের নিচে কজওয়ে,চরম দুর্ভোগ মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা - বীরভূম জেলার পাইকট থানার অন্তর্গত মিরপুর কজওয়ে টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জলের নিচে।চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় মানুষজন।মিরপুর কজওয়েতে তিন-চারদিন একটানা বৃষ্টি হলেই হাঁটুর উপর জল উঠে যায় বলে অভিযোগ।বর্তমানে জল এতটাই বেড়েছে যে মোটরসাইকেল পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে,পথচারীদের হাঁটুর ওপর জল ডিঙিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে।এই কজওয়েটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর উপর দিয়েই যাতায়াত করেন আশেপাশের প্রায় ১০-১২টি গ্রামের মানুষ, যার মধ্যে রয়েছে নন্দীগ্রাম এবং আমডোল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একাধিক গ্রাম।এই কজওয়ের উপর দিয়েই যেতে হয় পাইকর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে,বিভিন্ন সরকারি অফিস এবং স্কুলে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।বিশেষ করে রোগীদের অবস্থা আরও করুণ। জলমগ্ন কজওয়েতে অ্যাম্বুলেন্স চলাচল একেবারেই বন্ধ।ফলে রোগীদের টলি বা রিকশার সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অনেক সময় দেরি হওয়ায় রোগীর জীবনসংশয় তৈরি হচ্ছে বলেও অভিযোগ।ডেলিভারি মা'র ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকল্প রাস্তা থাকলেও সেটা এতটাই দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হয় যে ১.৫ থেকে ২ ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে, ফলে ঝুঁকি নিয়েই এই জলমগ্ন কজওয়েটি দিয়েই যাতায়াত করছেন তারা।স্থানীয়রা আরও জানান, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের অভিভাবক এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন পার হচ্ছেন এই কজওয়ে দিয়ে।এলাকার মানুষ দাবি জানিয়েছেন,কজওয়েটি যদি উঁচু করে দেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা - বহুদিন ধরে বেহাল দশা শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নিউ কর্ড রোডের। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শ্যামনগরে ২৬ নম্বর রেলগেটের সামনে নিউ কর্ড রোড অবরোধ করে ২৩ জুলাই বুধবার বিক্ষোভ দেখায় সিটুর সমর্থকরা। উত্তর ২৪ পরগনার সিটুর সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব চলছিল অবরোধ।মিনিট ১৫ অবরোধ চলার পর বিশ্বজিৎ করে-র নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন এসে মারধোর করেছিলেন।কিন্তু তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এসে মহিলাদের মারধোর করেছে।তাঁর অভিযোগ, পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট খারাপ। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা।নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় জঞ্জাল নগরীতে পরিণত হয়েছে।তৃণমূলের মস্তান বাহিনীকে পাল্টা মার দেওয়ার হুঁশিয়ারি ছিলেন সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়।

তারকেশ্বর-বৈদ্যবাটি রোডে নিয়মনীতি না মেনে বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বেআইনিভাবে কাটা হচ্ছে বড় বড় গাছের ডাল, অভিযোগ।গাছের ডাল ছাঁটার নামে বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে সরব পরিবেশ আকাদেমি সহ অন্যান্য পরিবেশ সংগঠনের সদস্যরা।

সিলিকোসিস রোগীকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা - সালানপুর থানার মাধাইচক এলাকার ডিএমসি নামক বেসরকারি পাথর ডাস্ট করার কারখানায় পাতাল ফুলবেড়িয়া গ্রামের ৫১ বছরের সরেন বাউরি কাজ করে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ।এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ও তার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব নেওয়ার দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় মানুষজনেরা।তারা দাবি জানান সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত সরেন বাউরিকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।তবে শেষ পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষ ৪লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরন দেবেন বলে রাজি হন বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।তবে এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেননি কারখানা কর্তৃপক্ষ।সাংবাদিকদের সাথেও দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।উল্টো পরিবারের সদস্যদের তিনি হুমকি দেন,এই খবর সংবাদ মাধ্যমে বার হলে তিনি ক্ষতিপূরণ দেবেন না।তবে জেলা শাসক এস.পোন্নম বলম জানান, আক্রান্ত সরেন বাউরিকে সরকারি ক্ষতিপূরণ ও তার স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর দেখবে।এবং ওই কারখানার পরিচালনার বিষয়ে তদন্ত করা হবে।

পরীক্ষা নিয়ামকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের বিরুদ্ধে ইংলিশ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের।অভিযোগ দায়ের করলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপক।পাল্টা পরীক্ষা নিয়ামককে প্রাণনাশের হুমকি অধ্যাপকের বলে অভিযোগ।গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন কান্ড ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।কিন্তু কেন এমন ঘটলো? যা ঘিরে তোলপাড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ! ঘটনার সূত্রপাত পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ ঘিরে। পরীক্ষার্থীকে ছেলেকে বাড়তি বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বাবা তথা গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে।গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে, খবর ছাত্রটির বাবা অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।আবার তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাথে যুক্ত।আর তার জন্য পরীক্ষার্থী ছেলেকে বাড়তি বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে অচিন্তবাবুর বিরুদ্ধে। পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ ঘিরে গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মক বিশ্বরূপ সরকার ও অধ্যাপক অচিন্ত কুমার ব্যানার্জীর স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়।পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকারের দাবি, অধ্যাপকের কোনো ছেলে যদি পরীক্ষার্থী হয় তবে পরীক্ষার সাথে সেই অধ্যাপক যুক্ত থাকতে পারেন না।এক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে।তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপকের ছেলের ফাইনাল সেমিস্টারের ফল প্রকাশ না করে আটকে দেওয়া হয়েছে।এরপরই অধ্যাপক বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষা নিয়ামকের ঘরে ঢুকে তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পরীক্ষা নিয়ামকের।আর যা ঘিরে সরগরম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।আর অন্ধকারে ছাত্রের ভবিষ্যত।

দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল মামা ও ভাগ্না !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভরা দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল মামা ও ভাগ্নের।মামার এক বন্ধুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পাল্লা ৮ নম্বর ঘাট এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ১৯ জুলাই শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ২৪ বছরের যুবক মানিক বারুই তার বন্ধু রনি বিশ্বাস এবং বছর বারোর ভাগ্না রাজ মন্ডলকে নিয়ে দামোদর নদে স্নান করতে নামে। নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় স্রোতের মধ্যে পরে হঠাৎই তিনজনই তলিয়ে যেতে থাকে।এর পরই প্রশাসন এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় রনি বিশ্বাসকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।দ্রুত নিখোঁজদের খুঁজতে নৌকা করে উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন জামালপুর থানার ওসি নিজেই।এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন সিআই এবং আঝাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।অবশেষে রাজ মন্ডল এবং মানিক বারুইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় নদ থেকে।এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মি ডে মিল কর্মীদের সম্মানজনক মজুরি দেওয়ার দাবিতে হুগলির বলাগড়ে শতাধিক মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়ে ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামী রন্ধন কর্মী (মিড ডে মিল)ইউনিয়নের নেতৃত্বে বলাগড় বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হল।

বালির বাঁধ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মালদার মানিকচকে গঙ্গা ভাঙন যেন বাৎসরিক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।বর্ষা নামতেই শুরু হয়েছে জোরদার ভাঙ্গন।কখনো ভুতনি তো কখনো গোপালপুর ডোমহাট এলাকা জুড়ে চলছে নদী ভাঙ্গনের খেলা।মানিকচকের জোত পাট্টা, রামনগর এলাকাতেও একই চিত্র ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায়।ভাঙ্গন রোধে পাকাপাকি কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা, প্রশাসনের কাজে কোনভাবেই সন্তুষ্ট নন তারা। বালির বস্তা দিয়ে হবে না, স্থায়ী সমাধান চান তারা।কিছুদিন আগেই খবরের জেরে ভাঙ্গন রোধের কাজ বালির বস্তা দিয়ে হয়েছিল। তবে এ কাজে খুশি নন এলাকাবাসী।তাদের দাবি,এতে কোনোভাবেই ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব নয়।ভাঙ্গন রোধ করতে গেলে পাকাপাকি কাজের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এলাকার প্রায় ২০০ মিটার জমি সহ এলাকা গঙ্গা গর্ভে।ফলে দুশ্চিন্তায় রাত কাটাচ্ছেন নদী পাড়ের বাসিন্দারা।এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ মালদা বিজেপির জেলা সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল জানান, গঙ্গা ভাঙন মালদা জেলার ব্যাধি।জেলা প্রশাসন এই ব্যাধিকে রোধ করতে অক্ষম।বছর বছর উৎসবের মেজাজে গঙ্গা ভাঙ্গন আসে কিছু সুবিধাভোগী মানুষদের বেশ সুবিধা হলেও হাজার হাজার মানুষের ভিটে ঘর মাটি ছাড়া হতে হয়। গঙ্গা ভাঙন রোধে স্থায়ী কাজ না করলে কোন ভাবে ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব না।প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার কাজ হয়, কাজ শেষে সব টাকায় জলে যায় অর্থাৎ পেটে যায় এমনটাই মন্তব্য করেন তিনি। তিনি অভিযোগ করেন, কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কাটমানি চলে, আর দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে বৃষ্টি উপেক্ষা করে কলকাতার রাজপথে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি।

প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জামালপুরে হাজির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কনজিউমার এফেয়ার্স নিলম মিনা,ডিরেক্টর ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড সার্ভে বিভু গোয়েল,এডিএমএলআর বিশ্ব রঞ্জন মুখার্জী,সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান। সঙ্গে ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে,এসডিও ইরিগ্রেসন নিলাদ্রী দে,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ সদস্য শোভা দে,জোতশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নূরজাহান বেগম সাহানা প্রমুখ ।

এটিএম জালিয়াতি রুখে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার,২০ জুলাই রাতে মহম্মদ বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এটিএম জালিয়াতি করার সময় একজন এটিএম জালিয়াতির মাথাকে ডিভাইস সহ গ্রেফতার করল মহম্মদ বাজার থানার পুলিশ।ধৃতের নাম বিশাল বাউড়ি,বাড়ি আসানসোলে।সোমবার ধৃতকে সিউড়ি আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে পাঁচদিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র নাগরিক কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির আহ্বানে বাঁশদ্রোণী কল্যাণ দত্ত স্মৃতি ভবনে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি, দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে, রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতিরাজের প্রতিবাদে এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের ওপর ঘটে চলা হেনস্থা বন্ধের দাবিতে শনিবার ১৯ জুলাই এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।কনভেনশনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিশিষ্ট নাট্যজন পরিমল দাস। প্রস্তাবের ওপর মূল্যবান আলোচনা উত্থাপন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অরিন্দম মুখার্জী, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা মোনালিসা সিনহা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রওশন মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও ব্যক্তিবর্গ।সর্বসম্মতিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কনভেনশন থেকে পরিমল দাস ও মানস ব্যানার্জীকে যুগ্মআহ্বায়ক করে সংগঠনের দক্ষিণ

যাদবপুর আঞ্চলিক প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনের শুরুতেই সংগীত পরিবেশন করেন অদ্রিজা নস্কর। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন যথাক্রমে মৃণাল হালদার ও সঞ্চিত বটব্যাল। কনভেনশনের কাজ পরিচালনা করেন মানস ব্যানার্জী।

হাসপাতালের ডিউটি ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেটে চেম্বার করছেন সরকারি ডাক্তার !

নিজস্ব সংবাদদাতা - সকাল ন'টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রোগী দেখার সময়।সেই সময় ডাক্তারবাবু প্রাইভেটে রোগী দেখছেন,অভিযোগ।আউটডোরে রোগীদের লম্বা লাইন।এ ছবি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের।সরকারি ডাক্তার চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এম পি আহমেদ, তিনি এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার।সকাল ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আউটডোরে রোগী দেখার সময় ছিল।কিন্তু সেই ডাক্তার সরকারিভাবে রুগিদের চিকিৎসা না করে প্রাইভেটে চেম্বার করছেন।আউটডোরের সামনে রুগিদের লম্বা লাইন।ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন রুগি,দেখা নাই ডাক্তারের।প্রাইভেট চেম্বারে গেলেই ডাক্তার ছুট দিল হাসপাতালে।সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে নেই কোন উত্তর।সরকারি ডাক্তার সরকারিভাবে পরিষেবা না দিয়ে প্রাইভেটে চেম্বার করছেন এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

পুলিশের তৎপরতায় রক্ষা পেল দুই প্রাণ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অন্তর্গত কালনা থানার পুলিশের তৎপরতায় রক্ষা পেল দুই প্রাণ ! পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত সোমবার ২১ জুলাই রাত প্রায় ১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায় রাত্রিকালীন টহলের সময় কালনা থানার এসআই ওয়াসিম আক্রম সহ নাইট প্যাট্রলিং টিম দেখতে পান,এক অজ্ঞাত যুবক ও এক যুবতি গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলছে।তাদের পাশেই একটি মোটরসাইকেল রাখা ছিল, সম্ভবত গলায় দড়ি দেওয়ার সময় এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।এক মুহূর্ত দেরি না করে পুলিশ দল তৎক্ষণাৎ ছেলেটি এবং মেয়েটিকে উঁচু করে ধরে যাতে দড়ির টান কিছুটা আলগা হয় এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে ছেলেটির এবং মেয়েটির গলায় বাঁধা দড়ি খুলে ফেলা হয়।পুলিশ টহলদারি গাড়িতে করে দ্রুত উভয়কে নিয়ে কালনা হাসপাতালের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়।পথেই দেখা যায়,মেয়েটির প্রাণের চিহ্ন

ফিরছে।পুলিশ সাথে সাথে ফোন করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে বলে।এরপর পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে প্রবেশ করলে,জরুরি বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অতিসত্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, দুজনেই বিপদমুক্ত এবং চিকিৎসাধীন।কালনা থানার পুলিশের সাহসিকতা ও মানবিকতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা - স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,২০২৪ সালের ২৩শে মার্চ, পল্লিশ্রী কলোনির বাসিন্দা কৃষ্ণা দাস বড়জোড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, তাঁর বোন শিপ্রা রায়কে পারিবারিক বিবাদের জেরে তার স্বামী উত্তম রায় শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।অভিযোগে আরও জানানো হয় যে, উক্ত শিপ্রা রায় দীর্ঘদিন ধরে যৌতুকের দাবিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন।বড়জোড়া থানার এসআই কঙ্কন ঘোষের নেতৃত্বে মামলাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও সময়মতো চার্জশিট দাখিলের পর,গত শুক্রবার ১৮ জুলাই,২০২৫ বাঁকুড়া জেলার মহামান্য অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত উত্তম রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৳৫০,০০০/- টাকা জরিমানার আদেশ দেন,যা নির্যাতিতার পরিবারের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। আবারও প্রমাণিত হল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(প্রথম পাতার পর) এক নজরে

হাসপাতালে। পূর্বস্থলীর কুড়িছা টি ডি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা।

- নারায়নপুর থেকে মথুরাপুর যাবার পথে প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তায় নেই কোনো আলো।সন্ধ্যা হলেই রাস্তার পাশে বসে মদের আসর,অভিযোগ।অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায় !
- বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নতুন চেয়ারম্যান হলেন জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি উজ্জ্বল প্রামাণিক।
- প্রয়াত কবি মনিরুদ্দিন চৌধুরী।
- ''বাংলার শিক্ষা,সংস্কৃতি,অর্থনীতি সবকিছু তছনছ করে মমতা ব্যানার্জি এখন ভাষা আন্দোলনের নাটক করছেন'', মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন মহম্মদ সেলিম।
- চলে গেলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নকশাল আন্দোলনের নেতা আজিজুল হক।
- পদত্যাগ করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।
- ওবিসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।
- বাঁকুড়ায় শিশু কন্যাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার বাবা - মা। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে খুন পনেরো মাসের শিশু কন্যাকে,অনুমান পুলিশের।
- সাংবাদিকদের পেনশন ৬০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০০ টাকা করার কথা ঘোষণা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

(প্রথম পাতার পর) প্রয়াত আজিজুল হক

গুনমুগ্ধ।আজিজুল হকের ইচ্ছা অনুসারে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনে তাঁর দেহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজিজুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।আজীবন বিপ্লবী এই নেতা রেখে গেলেন স্ত্রী ও কন্যা ও অসংখ্য গুনমুগ্ধদের।

(প্রথম পাতার পর) বিজেপির নেতাদের ঘেরাও করার

গুরুগ্রামে বাংলাদেশী সন্দেহে আটক রয়েছে। পরিবারের লোকের অভিযোগ ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে তাদের। ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না খাবার। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ওই শ্রমিকদের ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনও। ভিন রাজ্যে হেনস্থার খবর শুনে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় তিনি বলেন,আপনারা ভয় করবেন না। মুখ্যমন্ত্রী পাশে আছে।বিজেপির লোকেরা এলাকায় এলে ব্যবস্থা নিন।এখানে রাজনীতি করবে,ভোট চাইতে আসবে।আর বাংলার লোকেদের মারবে এটা হবে না।অন্যদিকে জেলা বিজেপির দাবি শ্রমিকদের সর্বনাশের মূল কারণ তৃণমূল।রাজ্যে কোনো কর্মসংস্থান নেই। তার উপর বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছে।সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

(প্রথম পাতার পর) ভাষা আন্দোলনের নাটক

পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ন্যায্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও উনি বাধা দেন এবং দিল্লিতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে বলেন। সেদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে না গিয়ে মহাকরণে যাওয়ার পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল? কেন তিনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর কথা বলে লোকসভার উপাধ্যক্ষকে কাগজের গোছা ছুঁড়েছিলেন ? রাজ্যে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, স্কুলগুলিকে ধ্বংস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় আনুগত্য চাপিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতা নষ্ট করেছেন, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও আকাদেমিগুলি ধ্বংস করেছেন।শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কাজের মাধ্যম হিসাবে ভাষার সজীবতা নির্ভর করে, ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি কাজের সুযোগ সব চৌপাট করে এখন ভাষা আন্দোলনের কথা বলছেন কোন মুখে ?"

(প্রথম পাতার পর) হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে

রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর রাঙ্গাইপুর ঠাকুরটোলা এলাকার আজমল হোসেন, লোকমান আলী, উসমান আলী, মানিরুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম, পসেন দাস, অভিজিৎ দাস হরিয়ানার গুরগাঁও এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। তাদের কাছে রয়েছে বৈধ নথিপত্র। কিন্তু অভিযোগ তারপরেও সেখানকার পুলিশ তাদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরিবারের লোকের অভিযোগ তারপর গ্রেপ্তার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে।দেওয়া হচ্ছে না খাবার। তাদের ভোটার আধার সমস্ত কিছু দেখানো হলেও ছাড়া হচ্ছে না। আতঙ্কে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা। এদিন এলাকায় বিক্ষোভ দেখান তারা। পাশে দাড়িয়েছে গোটা গ্রাম। প্রত্যেকের অভিযোগ শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য এই হেনস্থা হচ্ছে। কিন্তু তারা প্রত্যেকে ভারতীয়। পেটের টানে কাজ করতে গেছেন। কেন এই ধরনের অত্যাচার হবে প্রশ্ন তুলছে এলাকার মানুষ।একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিক যারা এদেশের নাগরিক তাদেরকেও এইভাবে হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। যে ঘটনা নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে তুঙ্গে চলছে রাজনৈতিক তরজা।

প্রকাশের পথে ....

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com